

প্রবাসীরা দায়সারা ভোটের !

ভোট প্রদান করা একটি গনতান্ত্রিক দেশের নাগরিকের গনতান্ত্রিক অধিকার। সকলেরই এই অধিকার থাকা প্রয়োজন এবং প্রয়োগ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে অনেকেই মূল্যবান অভিব্যক্তি ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে। বিষয়টি নিয়ে জল্পনা যখন তুঙ্গে তখন আমি লিখতে গিয়েও শেষ করিনি। এর মধ্যেই মোটামুটি ভোটাধিকার বিষয়টা একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ভেবেছিলাম আর প্রয়োজন হবে না। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে শেষ পর্যন্ত লেখাটি শেষ করতেই হল।

একটু পিছন থেকে আসি -

প্রবাসীদের ভোটাধিকার হল দীর্ঘদিনের দাবী। তারই প্রেক্ষাপটে পত্রপত্রিকায় এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতেও বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে প্রবাসীদের ভোটাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সব আলোচনা (বা সমালোচনা)। সেইসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন দেশবহুখ্যাত ব্যক্তিগণসহ আমেরিকা, কানাডা, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত দেশের উন্নত প্রবাসীগণ। তারা প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে আসছেন। আমরা মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা তাদের সেই উদ্যোগকে সবসময়ই স্বাগত জানিয়ে আসছি।

যাইহোক সেসব অনুষ্ঠানে মূলতঃ ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে দেখা গেছে অর্থাৎ বিদেশে অবস্থান করে কীভাবে ভোট প্রদান করা যায়। এক) সরাসরি দূতাবাসে গিয়ে ভোট প্রদান, দুই) এসএমএস, এবং তিন) অনলাইন- এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় প্রস্তাব এবং আমরা সবাই এর বাস্তবায়ন প্রত্যাশী।

তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আলোচনার পাশাপাশি তাদের কণ্ঠে একটু অবহেলিত সুরও শোনা গেছে। তারা বলেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা অনলাইন বা এসএমএস ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ তারা অদক্ষ মুর্খ ইত্যাদি (৯ই মার্চ '০৭ বেসরকারী একটি টিভি'র লাইভ অনুষ্ঠানে আলোচনায় দৃশ্যমান)। তাদের মন্তব্য সঠিক। মধ্যপ্রাচ্যের মুর্খ প্রবাসীরা সত্যিই প্রাচ্যের অমূর্খ ঐ প্রবাসী সাহেবদের মহৎ উক্তি ও বাস্তব সত্য উপস্থাপনের জন্য পুনরায় সাধুবাদ জানায়। লোকে কানাকে কানা আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলবে এটাই স্বাভাবিক।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা সকলের কাছেই অবহেলিত। তাদের সমর্থনে কেউ নেই, সরকার ও মন্ত্রণালয় অনেক দূরের কথা। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা সবাই অবগত, বিধায় তাদের কোন দুঃখও নেই। তবে তারা একটা বিষয় অত্যন্ত গর্ব নিয়ে বলতে পারে যে, তাদের মত মুর্খ প্রবাসীরাই দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়নসীপ দখল করে বসে আছে। যারা দেশের জন্যে কিছু করে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তারা ঠিকই জানে কিভাবে দেশকে ভালবাসতে হয় বা কিভাবে ভোট দিতে হয় বা হবে। পনের লক্ষ ভোটার যদি মধ্যপ্রাচ্যে বা সৌদি আরবে থেকে

থাকে তাহলে এইটুকু সিউর দিয়ে বলা যায় যে, কমপক্ষে বারলক্ষ ভোট সঠিক হবে- কর্তৃপক্ষের প্রতি এই চ্যালেঞ্জ দেওয়া যেতে পারে। বাকী তিনলক্ষ লোক হয়ত ভোটের সংবাদই পাবে না। কারণ তারা দেখা গেছে মরুভূমির আনাচে কানাচে তপ্ত ভূমিতে এমন এক জায়গায় বাস করছে যেখানে সংবাদ দুরের কথা মানুষের যাতায়াতও বিরল।

প্রাচ্যের সম্মানীয় সেই উচ্চ শিক্ষিত প্রবাসী ভাইদের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলছি- বর্তমানে মোবাইল ফোন ব্যবহার সবাই জানে, কোন সন্দেহ নেই। নিরক্ষর ব্যক্তির এসএমএস পাঠানোর ক্ষেত্রে যদি অক্ষর জানার কাছে সহযোগিতা নিতে পারে তাহলে নিশ্চয়ই ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে সঠিকভাবে প্রেরণ করার পরামর্শও কাউকে বলে দিতে হবে না। আপনারা যারা অট্টালিকায় বাস করে নিচের দিকে না তাকিয়ে থুথু ফেলেন তারা একটু নিচে নেমে গিয়ে নিচের প্রাণীকুল অর্থাৎ সলিড মাটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাদের বাস, তাদের সাথে একটু মিশে দেখেন যে, উপর থেকে যাদেরকে ছোট দেখা যায় বা ধুলিকণার মত মনে হয় আসলে কি তারা অতই ছোট? সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকুলকে যারা ছোট করে দেখে আমার মনে হয় তারাই প্রকৃত ছোট।

যাইহোক তবুও ভাল, প্রবাসীরা ভোটাধিকার পাচ্ছে।

এবার আসল জায়গায় আসা যাক। গত মঙ্গলবার (২০শে জুন '০৭ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত) নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ ছহুল হোসাইন বলেছেন, প্রবাসীদেরকে দূতাবাসের কেন্দ্রে গিয়ে নিবন্ধন করে ভোটার হতে হবে এবং সেখানে গিয়েই ভোট দিতে হবে অথবা পোস্টাল ব্যালট ব্যবহার করা যাবে। আমরা মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীরা আন্তরিকভাবে ইসিকে ধন্যবাদ জানাই।

তবে দূতাবাস প্রশ্নে নেপথ্যে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- প্রবাসীদের কাছে (সৌদির কথাই বলি) দূতাবাস মানে হল সবচেয়ে অপছন্দের জায়গা। না খেয়ে তপ্ত মরুতে গুটকি হয়ে মরতে রাজী কিন্তু (অনেকেই) দূতাবাসে যেতে রাজী নয়। প্রয়োজনে সৌদি পুলিশের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে দেশে ফেরৎ যাবে তবুও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জ্ঞাত ব্যক্তির কখনোই দূতাবাসে যেতে চায় না।

দূতাবাসে ভোটার তালিকায় নাম লেখাতে গেলে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ঘন্টার পর ঘন্টা। স্বল্প সময়ে কাজ সেরে কর্মস্থলে বা দুরের গন্তব্যে ফিরতে হবে। সময় বাঁচানো প্রশ্নে তখন দেখা যাবে দালালের প্রভাব। মানে, কোন না কোন দালালী পস্থা বা বাহানা থাকবেই। সেই সুযোগে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভাব হবে এক একজন মন্ত্রী মিনিষ্টার বা নির্বাচন কমিশনারের মত, যাদের একাধিক সেক্রেটারী বা সহকারী থাকবে। সুতরাং বিরক্ত বাঙালীর মাথা গরম, হজুকে মাতাল। ইসি কি পারবে সবদেশে সব দূতাবাসে যৌথবাহিনী পাঠিয়ে তা সামাল দিতে?

দূতাবাস ছাড়াও যদি বিভিন্ন শহরের (জেদ্দা/দাম্মাম) কনসুলেটের অফিসকে (যেখানে যেখানে আছে) যদি সাব হিসাবেও ব্যবহার করা হয়, একই ঘটনা ঘটবে। তাও যোগদান সম্ভব হবে যারা নিকট দূরত্বে অবস্থান করে। শহরের বাহিরে যারা শত সহস্র মাইল দূরে থাকে তারা

কিভাবে যোগ দেবে ? স্বল্প বেতনে চাকুরীজীবী প্রবাসীরা অনেক দূর থেকে আসার বিষয়ে মালিকের কাছ থেকে কমপক্ষে একদিনের ছুটি পাওয়া দুস্প্রাপ্য। যাতায়াত ও খরচের বিষয়টাও চিন্তা করবে। পেরেশানী বা পরিশ্রম না হয় উৎসর্গ বা বিসর্জনের খাতায়ই রেখে দিল। মূলত ভোট আমাদের জন্য মূল্যবান হলেও মানুষ ও জাতি হিসাবে আমরা বিদেশীদের কাছে মূল্যহীন।

পাসপোর্ট ও ওয়ার্ক পারমিটের কথা বলা হয়েছে। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার কি মনে করেন যে, এটা খুবই সহজ ? বাংলাদেশের মানুষ এদেশে সর্বদিক থেকেই অত্যন্ত অবহেলিত ও নিম্ন পারিশ্রমিকে নানাবিধ কারনে বাধ্য হয়ে কাজ করে, এটা সবাই জানে। সেক্ষেত্রে সুযোগ পেলেই পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র অপেক্ষাকৃত বেশী পারিশ্রমিকে কাজ খুঁজে নেয়। সুতরাং সেই চিন্তা মাথায় রেখে কোন মালিকই পাসপোর্ট হাতে দেবে না। কারণ তারা জানে, পাসপোর্ট হাতে দিলেই পালিয়ে যাওয়ার মহোৎসব শুরু হবে কোন সন্দেহ নেই।

পোষ্টাল ভ্যালটের কথা বলেছেন- কতদিনে তা জায়গামত পৌঁছাবে সেটা কিন্তু সিওর দিয়ে বলেননি। সুতরাং সম্পূর্ণ বিষয়টা দায়সারা বলে মনে হয়। ক্রিয়ার হওয়া প্রয়োজন।

সবচেয়ে ভাল হবে যদি অনলাইন ব্যবস্থাটা গ্রহন করা হয়। তার সুবিধা অসুবিধাসমূহ নিয়ে অনেক লেখালেখি, আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই আমার কোন নতুন আবিষ্কার নেই। তবে অনলাইনে ভোট হলে সবচেয়ে বেশী ভোট কাষ্ট হবে, এটা নিশ্চিত থাকা যায়। কারণ এখানে ব্যক্তিগত ইন্টানেট লাইন ছাড়াও সাইবার নেটের অভাব নেই। ছবি ও পাসপোর্ট ইনফরমেশন (মালিকের কাছ থেকে ফটোকপি নেওয়া যায়) প্রেক্ষিতে ফরম পূরন করে অনলাইনে সাবমিট করার পর নিজের টোকেনটা সংগ্রহ করে সেই টোকেনের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করার পেছনে কোন গ্যাঞ্জাম নেই। এক টোকেনে একবারই সেভ হবে। কেউ বিরক্ত হবে না, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবহারও প্রয়োজন হবে না। ডিভি লটারীর মত যতসামান্য দু'চার রিয়াল চার্জের ভিত্তিতে ইন্টারনেটের দোকান থেকে নিশ্চিন্তে ভোট প্রদান করতে পারবে। কে মূর্খ আর কে অমূর্খ সবই সমান করে দেবে ঐ নেট অপারেটর, দেশ থেকে বা দূতাবাস থেকে সে যত দুরেই থাকুন না কেন। এতো আরামদায়ক ব্যবস্থা রেখে নির্বাচন কমিশন কেন দায়সারা পন্থা অবলম্বন করার চিন্তা করছে বোধগম্য নয়। তবুও আশাহত নই। বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে এখনো সময় আছে।

AvBqe Avntg` `j vj

tm\$w` Avi e|

E-mail – ayubalibd@hotmail.com